বিশুদ্ধজ্ঞান লাভ করে এবং যদৃচ্ছাক্রমে (সাধুসঙ্গ-প্রভাবে) আমাতে ভক্তিও লাভ করিতে পারে। এই শ্লোকে শ্রীধরস্বামীপাদকৃত টীকার ব্যাখ্যা যথা—অনাশীঃকাম—ফলাকাঙ্খারহিত অন্যৎ—নিষিদ্ধাচরণম্। অর্থাৎ নিষ্কামভাবে নিষিদ্ধ আচরণ না করিয়া যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞেশ্বর আমাকে আরাধনা করিলে স্বর্গ ও নরকে যাইবে না। যেহেতু মানুষ দুইপ্রকারে নরকে যায়; একপ্রকার—শাস্ত্রনিষিদ্ধ আচরণ করিলে, অপর শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে। অতএব, স্বধর্ম্ম আচরণে প্রবৃত্ত ও নিষিদ্ধত্যাগী বলিয়া নরকে যায় না; আবার কামনাশূন্য বলিয়া স্বর্গেও যাইবে না। কিন্তু এই দেহেই নিষিদ্ধপরিত্যাগী এই জন্য শুচি অর্থাৎ ভোগাদিতে আসক্তিশূন্য। এবম্ভুত ব্যক্তি বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভে অধিকারী হইয়া থাকে। এইক্ষণ কেবল জ্ঞান হইতেও ভক্তের দুর্লভতা প্রকাশ করিতেছেন। সেই অধিকারীর যদি সাধুসঙ্গ ঘটে, তাহা হইলে আমার চরণে ভক্তিলাভ করিতে পারে। এস্থলে একটু বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই যে—পূর্ব্বোক্তভাবে কর্ম্মানুষ্ঠানকারীর ফলকামনাশূন্যত্ব বলিতে বুঝিতে হইবে। কেবল ঈশ্বরাজ্ঞা বুদ্ধিতে কর্ম্মানুষ্ঠান করা, অর্থাৎ অন্য কোনও উদ্দেশ্য হৃদয়ে না রাখিয়া কেবলমাত্র পরমেশ্বরের আদেশ বুদ্ধিতে কর্ম্মানুষ্ঠান করার নাম এই অধিকারীর পক্ষে নিষ্কাম কর্ম্ম। এস্থানে যদি সেই পূর্ব্বোক্ত অধিকারীর জ্ঞানী-মহতের সঙ্গ ঘটে, তাহা হইলে ভগবদাজ্ঞাবুদ্ধিতে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেই ঐ কর্ম্ম ভগবানে অর্পণ করা হইয়া থাকে। যদি ভক্ত-মহতের সঙ্গ ঘটে, তাহা হইলে কিন্তু ভগবৎ-সন্তোষার্থে কর্ম্মানুষ্ঠানই নিষ্কাম কর্ম্ম। এস্থানে মূলশ্লোকে "যদৃচ্ছয়া" পদটি উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহার অর্থ—"যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ' এই ১৭১ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ১১।২০ অধ্যায়ের শ্লোক ব্যাখ্যায় লিখিত ভক্তসঙ্গ এবং ভৎকৃপাজনিত ভাগ্যের কথাই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ সেই পূর্ব্বোক্তলক্ষণ কর্ম্মাধিকারী জ্ঞানী-মহতের সঙ্গলাভ করিতে পারিলে বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভে ধন্য হইবে; আর ভক্ত-মহতের সঙ্গলাভ করিতে পারিলে আমাতে ভক্তি-লাভে ধন্য হইতে পারিবে। কারণ ভক্ত-মহতের সঙ্গ বিনা অন্য কোনও উপায়েই ভগবদ্ভক্তি লাভ করিতে পারা যায় না। এই অভিপ্রায়ে ২।৩।১১ শ্লোকে শ্রীশুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতকে বলিয়াছিলেন। এতাবানেব যজতামিহ নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ। ভগবত্যচলো ভাবো যদ্ভাগ-বতসঙ্গতঃ॥ হে রাজন্। যাহারা ইন্দ্রাদিদেবগণকে যজ্ঞের দ্বারা আরাধনা করিতেছেন, সেই সেই দেবতার আরাধনা দ্বারা যদি ভগবদ্ভক্তের সঙ্গলাভ হয়, অর্থাৎ ইন্দ্রাদি দেবগণকে যজ্ঞাদি কর্ম্মের দ্বারা আরাধনা করিতে